



154397 - শাবান মাসরে প্রতী বৃহস্পতিবারে দুই রাকাত নামায পড়া সংক্রান্ত হাদিসি মাওযু (বানয়োয়াট)

প্রশ্ন

ইমহেলে আমার কাছে একটি মইল এসছে। সটে নিম্নরূপ: মহান শাবান মাসরে প্রতী বৃহস্পতিবার দুই রাকাত নামায পড়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "যে ব্যক্তি সেই দিন দুই রাকাত নামায পড়বে, প্রত্যেকে রাকাতে ফাতহিতুল কতিব (সূরা ফাতহি) ও 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) একশতবার পড়বে, সালাম ফরানের পর একশবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরুদ পড়বে আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়ার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দবিনে"। আমি এ হাদিসটির সত্যতা জানতে চাই। এ দুই রাকাত নামায পড়ার পদ্ধতি জানতে চাই। উল্লেখ্য, সখোনে বলা আছে যে, 'কুল হু আল্লাহু আহাদ' একশবার পড়তে হবে। এটা কী নামাযের রাকাতদ্বয়ের ভেতরে পড়া হবে; নাকি নামাযের শেষে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

হাদিসের গ্রন্থসমূহে এ হাদিসটির কোন ভিত্তি নই। মনে হচ্ছে-- এটি শাবান মাসে নামায পড়ার ফযলিত সংক্রান্ত বানয়োয়াট হাদিস। শাবান মাসরে ফযলিত, এ মাসে নামায পড়ার ফযলিত ও ১৫ই শাবানের ফযলিত সংক্রান্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে অনেকে মথিয়া হাদিস রচনা করা হয়েছে। আল্লামা ইবনে হাজার আল-হাইতামি (রহঃ) বলেন: "এ রাতের ফযলিতের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ যে হাদিসগুলো বর্ণনা করা হয় (অর্থাৎ রজব মাসের প্রথম জুমার রাত ও ১৫ই শাবানের রাত) সবগুলো বাতলি ও মথিয়া, এগুলোর কোন ভিত্তি নই। এমনকি সেগুলো বড় বড় আলমেদের গ্রন্থে থাকলেও; যমেন-ইমাম গাজালরি 'ইহইয়াউ উলুমদিদি' -এ। [আল-ফাতাওয়া আল-ফকিহিয়া আল-কুবরা' (১/১৮৪) থেকে সমাপ্ত]

অনুরূপভাবে সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে নামায পড়ার ফযলিতের ব্যাপারেও কিছু হাদিস জাল করা হয়েছে।

ইমাম শাওকানী বলেন: "সপ্তাহের রবিবার, সোমবার ও অন্যান্য বারের নামায পড়া সংক্রান্ত যে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয় হাদিস বিশারদ আলমেদের মাঝে কোন মতভেদে নাই যে, এগুলো বানয়োয়াট হাদিস এবং ইসলামের আলমেদের মধ্যে কেউ এই ধরণের নামাযকে মুস্তাহাব বলেননি"। [আল-ফাতাওয়া আল-মাওযুআ (১/৭৪) থেকে সমাপ্ত]

সুতরাং এ মথিয়া ও বানয়োয়াট হাদিসের ওপর আমল করা জায়যে হবে না। যে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রকৃত অনুসারী হতে চায় তার জন্য সাব্যস্ত সহহি হাদিসগুলোই যথেষ্ট।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।